বি·কে·প্রোডাকসন্সের নিবেদন

উত্তমকুমার ও অঞ্জনা অভিনীত

শুকসারী

বি. কে. প্রোডাক্‌সন্সের নিবেদন

উত্তমকুমার ও অঞ্জনা অভিনীত

শুক-সারী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানো সুর' অবলম্বনে

পরিচালনা : সুশীল মজুমদার ● সঙ্গীত : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য : পীযূষ বসু ॥ গীতিকার : মোহিনী চৌধুরী ও মুকুল দত্ত ॥ প্রধান সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জি ॥ প্রধান কর্মসচিব : সমর ঘোষ ॥ চিত্র শিল্পী : বিজয় ঘোষ ॥ শব্দ যন্ত্রী : বাণী দত্ত ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ বহির্দৃশ্যে শব্দ গ্রহণ : ইন্দু অধিকারী ও রবীন সেনগুপ্ত ॥ রূপ সজ্জা : বসীর আমেদ ॥ সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস, ডি. ব্রাদার্স ॥ নৃত্যপরিকল্পনা : শ্যামসুন্দর ॥ যন্ত্র সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ ব্যবস্থাপনা : নিমাই রায় ॥ সম্পাদনা : প্রতুল রায় চৌধুরী ॥ কোষাধ্যক্ষ : অমরনাথ চ্যাটার্জি ॥ ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : দাশরথী চৌধুরী ॥ স্থির চিত্র : তরুণ গুপ্ত ॥ শিল্প নির্দেশক : সুনীল সরকার ॥ দৃশ্য সংগঠন : গোপী সেন ॥ দৃশ্যপট : কবি দাশগুপ্ত ॥ পরিচয় লিপন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ আলোক-সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর, সন্তোষ, দিলীপ, অবনী, মারু, রামদনী, পল্টু, অভিমন্যু ॥

প্রচার পরিকল্পনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : সুশীল বিশ্বাস, ধ্রুব দাস ● চিত্রশিল্পে : পঙ্কজ দাস, কেষ্ট মণ্ডল ● শব্দ গ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জি, ইন্দু অধিকারী, পাঁচু মণ্ডল ● শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি, গোপাল ঘোষ ● দৃশ্যপটে : প্রবোধ ভট্টাচার্য ● রূপসজ্জায় : মুন্সিরাম শর্মা, বটু গাঙ্গুলী ● ব্যবস্থাপনায় : সুশীল দত্ত, তগীরথ ● সাজসজ্জাঃ দাশরথী দাস, বিষ্টু দাস, দিলীপ চক্রবর্তী ● রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চট্টোপাধ্যায় ● সঙ্গীত পরিচালনায় : সমরেশ রায় ও শিবিল চ্যাটার্জী ● প্রচারে : বিমলেন্দু চ্যাটার্জী

● অন্যান্য শিল্পী ●

সুব্রতা চ্যাটার্জী, সাধনা রায়চৌধুরী, প্রতিমা চক্রবর্তী, ইন্দুলেখা চ্যাটার্জী, সুমন মুখার্জী, ভানু ব্যানার্জী, জহর রায়, সুখেন দাস, রবীন ব্যানার্জী (লোটন), নৃপতি চ্যাটার্জী, শিশির মিত্র, অমর মল্লিক, মনি শ্রীমানি, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শেখর চ্যাটার্জী (এঃ), সুতপা চক্রবর্তী, মাঃ মলয়, গৌরী সরকার, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, শিখা ভট্টাচার্য, ছবি দে, বকুল চন্দ্র, বীরেন চ্যাটার্জি, রতন ব্যানার্জী, স্বপনকুমার, সুনীল দাস, হরিদাস, সতু মজুমদার, রবীন ব্যানার্জী (রাখাল), অরুণকুমার, স্বপনকুমার (রাধা), যোগেশ সাধু, বিনয় লাহিড়ী, গুপী দে, নিতাই রায়, নিশিকান্ত, বটু গাঙ্গুলী, বিনয় দত্ত, হাসি মজুমদার, দিলীপ চক্রবর্তী. মাষ্টার স্বরাজ, সুরেন রায় চৌধুরী (এ্যাঃ) সুখেন্দু ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে।

● নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ●

হেমন্ত মুখার্জি, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জি, লীনা ঘটক, ও দেবী মুখার্জি।

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

কুমারী রাজলক্ষ্মী মুখার্জি (বাসুদেবপুর), শ্রীঅমূল্য হালদার (ঘটকপুর) অনিমা হালদার, পূর্ণিমা হালদার (ঘটকপুর), বি. মজুমদার (সাগরিকা), সুরেন রায় চৌধুরী (সাগরিকা, ডায়মণ্ড হারবার)

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দ যন্ত্রে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ-এ আর. বি. মেহতা কর্তৃক পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : চিত্রালী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

কাহিনী-সূত্র

যে মানুষটিকে কেন্দ্র ক'রে সারাটি গ্রাম জুড়ে নিত্য নতুন আনন্দের মেলা বসে : যার হাসি যার গান যার বাঁশি দিনের পর দিন গ্রামশুদ্ধ, সকলকে মাতিয়ে রাখে : নাম তার ননী। গান বাজনায় জুড়ি নেই তার। সবাই তাকে ওস্তাদ ব'লে খাতির করে।

বাপ মা ভাই বোন কেউ নেই তার সংসারে। বিয়ে একটা হ'য়েছিল বাল্যকালে, তাও দেনাপাওনার কী-একটা গণ্ডগোলে বউ সেই বিয়ের পর থেকেই প'ড়ে আছে বাপের বাড়ীতে। কুঁড়ি কখন ফুল হ'য়েছে—কৈশোর পেরিয়ে ফুটন্ত যৌবনের কোঠায় পা দিয়েছে গিরি : সে খবরও ননী রাখে নি এতকাল।

গান আর বাঁশি। বাঁশি আর গান। এই নিয়েই দিবারাত্তির মত্ত ছিল সে। জমি জমা বিষয় আশয় নিয়ে কস্মিনকালেও সে মাথা ঘামায় নি ! ওসব ঝামেলা চাকর-মুনিষের জিম্মা দিয়েই সে খালাস।

* * * *

অনেকদিনের না দেখা বউ গিরিকে প্রথম যেদিন চোখের দেখা দেখলো ননী, সেদিনও তার কী উচ্ছ্বাস—কী ছেলেমানুষি! লুকিয়ে লুকিয়ে দুজনে দুজনকে গান শোনানো—কত কথা—কত গল্প।

* * * *

গিরির মতো মিষ্টি বউকে নিয়ে ঘর ক'রতে বিন্দুমাত্র অশান্তি হবে জীবনে—একথা ননী স্বপ্নেও ভাবে নি কোনদিন। ননীর মতো গুণী মানুষকে স্বামী পেয়ে কোনো স্ত্রী অসুখী হ'তে পারে– গিরিই কি সেকথা আগে ভাবতে পেরেছিল ?

অদৃষ্টের লিখনে তবু তাই হোল শেষপর্যন্ত। কী করে হোল সেটাই আশ্চর্য! ঘরভাঙা ঐ পোড়া বাঁশিই বোধ হয় যতো নষ্টের গোড়া!

গিরি চায়: ননী ঘরও করুক—গান বাজনাও করুক। তা নয়। সারাদিন খালি বাইরে বাইরে হৈ হৈ করে বেড়ালে ঘরের মানুষটাকে কতক্ষণ আর নিজের কাছে পায় গিরি!

ননী ভাবে: আর পাঁচটা সাধারণ বৌ-ঝির মতো গিরিও বুঝি তার কাছে কেবল শাড়ী গয়না আর টাকাকড়িই চায়। চায়না তার ভালোবাসা। চায় না তার বাঁশি।

* * * *

এইখানেই বাধলো সংঘাত। এইখানেই শুরু হলো শুক-সারীর দ্বন্দ্ব।

* * * *

এই দ্বন্দ্বের শেষ কোথায়? পোড়া বাঁশি আবার কোনদিন দুজনের ভাঙা দুটি মনকে জোড়া লাগাতে পারলো কি না: পল্লীজীবনের মধুক্ষরা সেই প্রণয়কাহিনী ছন্দে গানে হাসিতে অশ্রুতে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে—আমাদের এই "শুক-সারী" কথাচিত্রে।

সঙ্গীতাংশ

১ ননীর গান: রচনা • মোহিনী চৌধুরী

বৌ ঝিয়ারী গো, পথে সাবধানে যেও:
রসিক কালাচাঁদের বাঁশী রসের কথা কয়!
বাঁশী না মানে বারণ বাঁশী করে জ্বালাতন
মানে না মানে না বাঁশী সময় অসময়॥

২ মাখনের গান • •

'বৌ কথা কও'
বৌ কথা কও পাখি ডাকে
বৌ গো কথা কও না!
রাত যে ভারী মিষ্টি লাগে
বৌ কথা কও—কও না গো॥
দৌড়ে পালায় দুষ্টু বাতাস
ডাকছে তারে ফুলের সুবাস
আয় লো ফিরে আয় লো কাছে
রাত যে ভারী মিষ্টি গো॥
বাউরী হোল চাঁদবধূ আজ
মুচকি হাসি হাসছে নিলাজ
দাও গো ধরা দাও গো সখি
রাত যে ভারী মিষ্টি গো॥

রচনা • মোহিনী চৌধুরী

৩ ননীর গান: রচনা • মোহিনী চৌধুরী

মাটির এ খেলা ঘরে মোর ভালো
লাগে না পুতুল খেলা—
সেথা কী হবে গো এনে ঘরণী?
এই ভালো ফিরি বাঁশরী বাজায়ে
সারাদিন সারাবেলা—
একা ভাসায়ে জীবন তরণী॥

৪ ননীর গান: রচনা • মোহিনী চৌধুরী

কাদের কুলের কন্যে তুমি?
কোন্ গোকুলের ললনা?
আমার পানে হান্‌লে নয়ন
বাণ কেন গো বল না!

৫ ননীর গান: রচনা • মুকুল দত্ত

আসতে মানা যেতে মানা
কথা বলিতেও মানা
বলি—ভাবিতে তো মানা নাই!
দেখতে মানা শুনতে মানা
ভালবাসিতেও মানা
বলি—মরিতে তো মানা নাই॥

৬ ননীর গান: রচনা • মোহিনী চৌধুরী

ডাকাতি করিতে সখি
আসি নি এ নিশিরাতে।
এসেছি প্রাণের কথা
কহিতে তোমারি সাথে॥
—বাঁধি যদি বাহুডোরে
যেও না যেও না স'রে—
কত ভালোবাসা দেখ
ভ'রে আছে আঁখিপাতে॥

৭ ননীর গান ঃ রচনা * মোহিনী চৌধুরী

আমি নই নই নই প্রিয়া নই সেই বাঁশুরিয়া
বৃন্দাবনের মনচোরা—
ননী মাখন চুরি করিল যে হরিল যে
গোপিনীবসন মুখপোড়া ॥

৮ গিরির গান • •

দংশিল পীরিতি বুকে
রুচি নাই কোন সুখে
মনপাখী কথা শোনে না
—পাখী কোন কথা শোনে না ॥
ফুল হোলো মঞ্জরী
আমি তো ভয়েতে মরি
আর বুঝি দূরে থাকা যাবে না ॥
ঘরে থেকে ঘরে নাই
পথেরও তো শেষ নাই
বড় দেরী হোলো বঁধু আসিতে !
—কত দেরী হোলো ভালবাসিতে !
দীঘিজলে নেমে দেখি
সাগর হয়েছে এ কি !
তল বুঝি খুঁজে পাওয়া যাবে না ॥

রচনা * মুকুল দত্ত

৯ বহুরূপীর গান ঃ রচনা • মোহিনীচৌধুরী

কী করিস্ আমার আমার ?
এ কী রে তোর পরিবার ?
ছিল হায় আমার ঘরে
আদরের কন্যে আমার ॥
বহুদিন না দেখে মা চিনতে পারে নি—
দুখিনী আমি যে তোর গর্ভধারিণী !
পেয়েছি আবার যখন
কিছুতেই ছাড়বো না আর ॥

১০ এই গানটি প্রথমে **ননীর মুখে** শেষে **কড়ির মুখে • •**

কি কহিব প্রেমকথা ?—কহন না যায় রে !
রহি' রহি' হিয়া কেন পিয়াপথ চায় রে ?
পিয়াপদ-মূলে কেন
লুটায়ে পড়িতে চায়
আঁখি যমুনার জল তরঙ্গ মোর ?
পুড়িয়া মরিবে তবু
ধায় বাহু পাখা মেলে
প্রদীপের পানে প্রাণ পতঙ্গ মোর ॥
বঁধুর অঙ্গে অঙ্গ মিলাতে
কাঁদিছে প্রতিটি অঙ্গ আমার !
ললাটের লেখা নাই কি রে বিধি
বঁধুয়ার সুখ সঙ্গ আমার ?
নয়নে নয়ন রাখি'
সাধ হয় জেগে থাকি
সারা নিশি ওরে প্রিয় বিহঙ্গ মোর ॥

রচনা * মোহিনী চৌধুরী

১১ ননীর গান ঃ রচনা * মোহিনী চৌধুরী

ও তোমার ডাগরকালো হরিণচোখে
সাত সাগরের মায়া
সখি আনলে বলো কে ?
যুগলভুরু ধনুর কূলে শ্রাবণমেঘের ছায়া
সখি আনলে বলো কে ?

১২ ননীর গান ঃ রচনা * মোহিনীচৌধুরী

মরণ বাঁচন তোর হাতে নয়
ওরে অবুঝ মন !
যিনি জীবের জীবন—পতিতপাবন
স্মরণ রাখিস্ তাঁর চরণ ॥
মানিস্ তাঁরে—নাই বা মানিস্,
জানিস্ তাঁরে—নাই বা জানিস্,
সেই তো পরম বন্ধু রে তোর—
সেই তো পরম আপনজন ॥

১৩ ননীর গান ★ ★

কেন যে বোঝ না সখি কী ব্যথা আমারে
সুদূরে ভাসায়ে নিল আঁখিজলধারে ॥
ঝরিল ধূলাতে সখি যে-মালতীমালা
আমি আজো ফিরি ল'য়ে বুকে তারি জ্বালা !
বুকে বড় জ্বালা সখি
তুমি বোঝ না রে—
বোঝ না কেন যে সখি কেন বোঝ না রে ॥
সেদিন আকাশে কত আলো ছিল চাঁদে !
সহসা ঢাকিল মেঘে দেখে প্রাণ কাঁদে
তুমি কি আমার লাগি
ব্যথামেঘভারে—
দিয়েছো ভাসায়ে আঁখি জলে আপনারে ॥

রচনা * মোহিনী চৌধুরী

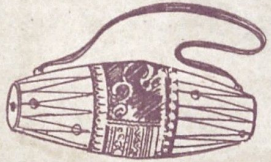

১৪ কড়ির গান ঃ রচনা • মোহিনী চৌধুরী

একী হোল হরি !—মোহনবাঁশরী
কে নিল তোমার—হরিয়া ?
আহা, কেবা সে যুবতী তোমারে এমতি
দিল হে বিবাগী—করিয়া ?

১৫ কড়ির গান ঃ রচনা • মোহিনী চৌধুরী

ও মুখকমলে হেরি'
এ আঁখি ভ্রমর হোলো !
বলে—ঢেকো না বদন সখি
তোলো মুখখানি তোলো ॥
ঝরে কি ঝরে না মধু
ও অধরে দেখি বঁধু !
শরমে যেও না স'রে
খোলো গুণ্ঠন খোলো ॥

১৬ কড়ির গান ঃ রচনা • মোহিনী চৌধুরী

জলে শুধু মেটে সখি জলেরই পিপাসা—
না ভরে হৃদয় নাহি—পেলে ভালোবাসা ॥
(সে বলে) ভালো বাসতে দিও—
: কাছে আসতে দিও !
দূরে দূরে রেখো না সখি গো আমারে— ॥

১৭ কড়ির গান ঃ রচনা • মোহিনী চৌধুরী

পান সুপুরী খয়ের চুণের
ভাব ছিল না পরস্পরে।
সই লো তোমার হাতের গুণে
তৈরী পানে কী রস ঝরে !
তোমার হাতের মিষ্টি খিলি
খেলে বয়েস বাড়বে না সই।
লাল টুকটুক ঠোঁটের হাসি
. ঠোঁট দুটি আর ছাড়বে না সই ॥

১৮ কড়ির গান ★ ★

ওগো চন্দ্রবদনী সুন্দরী ধনি
তোমায় দেখে কি ভোলা যায় সখি ?
বারেক হেরিলে তব মুখখানি
আঁখি দুটি ফিরে ফিরে চায় ॥
এ নয়ন-নীলে তুমি চন্দ্রমা
ঝরালে যে কত রূপের সুষমা !
তুমি তো জান না তোমারই মাধুরী
আমার প্রাণে কি দোলা দেয় ॥
যতবার দেখি এত রূপ সখি
মনে হয় যেন দেখি নাই।
দেখে দেখে সাধ মেটে না আঁখির
আঁখিপানে চেয়ে থাকি তাই।
সে কোন্ জনমে ছিলে সঙ্গিনী
মনে নাই তবু মনে হয় চিনি !
তুমি তো জান না তোমারই বঁধুয়া
আঙিনায় এসে ফিরে যায় ॥

রচনা • মোহিনী চৌধুরী

॥ **নেপথ্যকণ্ঠ** ॥ ননীর গান : হেমন্ত মুখার্জী। গিরির গান : সন্ধ্যা মুখার্জী (গুপ্ত)
কড়ির গান : মান্না দে। মাখনের গান : লীনা ঘটক। বহুরূপীর গান : দেবী মুখার্জী।

• * তারকা চিহ্নিত গানগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

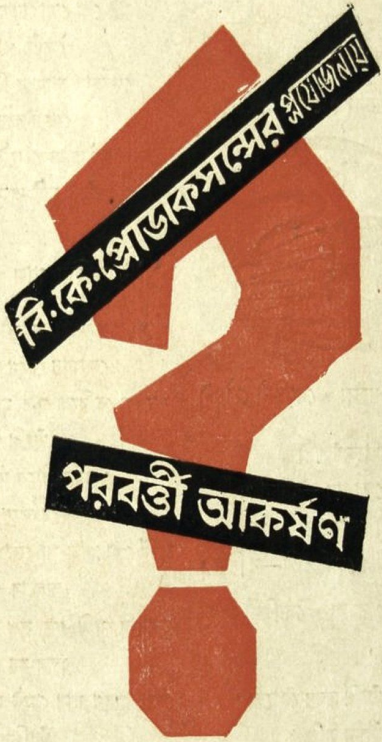

সম্পাদনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অলংকরণ : নির্মল রায়।

মুদ্রণ : চিত্রালী প্রেস ॥ রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা : ৮১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭ টেলিঃ ৫৫-১৬০০